

“জাতীয় সমন্বিত সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯” (National Integrated Savings and Micro-credit Implementation Guideline, 2019 এর আলোকে প্রণীত

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায়
“ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০২২”

১. পটভূমি:

বাংলাদেশ সরকার দেশের দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাসে এবং জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সরকারের এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ও উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে রূপকল্প-২০২১, ২০১০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় “কেউ পিছিয়ে থাকবে না” এই প্রত্যয় বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নারীর ৫০:৫০ অংশগ্রহণসহ উন্নত বিশ্বে পদার্পণ, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ডেল্টা প্লান-২১০০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে নেয়া হয়েছে বহুমুখী কার্যক্রম। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারীর ক্ষমতায়ন ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে নারীর অবস্থান দৃঢ় করা।

এ লক্ষ্যে নারীর দারিদ্র বিমোচনে ও নারীর কর্মসংস্থানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক “মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম” মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

লক্ষ্য: তৃণমূল পর্যায়ে নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য:

- ১। উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ।
- ২। উদ্যোক্তা সৃষ্টি।
- ৩। নারীর ক্ষমতায়ন।

৩. “মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম” পরিচালনা পদ্ধতি:

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে “জাতীয় সমন্বিত সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৯” (National Integrated Savings and Micro-credit Implementation Guideline, 2019) অনুযায়ী “মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম” এর ক্ষুদ্রঋণের হার নির্ধারণ, বিতরণ এবং ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

- ঋণের ধরণ: ক্ষুদ্রঋণ (৫% সার্ভিস চার্জসহ)।
- ঋণ গ্রহীতা: দরিদ্র, বেকার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পেশাজীবী (পরিবার কেন্দ্রিক) নারী।
- ঋণ গ্রহীতার: শ্রেণীবিভাগ:

(ক) ক শ্রেণী (বার্ষিক আয় সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা;

(খ) খ শ্রেণী (বার্ষিক আয় ১,০০,০০১ টাকা হতে ২,০০,০০০ টাকা);

৪. ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের পরিমাণ ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ:

- (১) এককভাবে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা- ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা।
- (২) দলীয়ভাবে ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকা।
- (৩) সার্ভিস চার্জ- উভয় ক্ষেত্রে ৫%। গ্রেস পিরিয়ড - ২ মাস।
- (৪) সর্বোচ্চ ১ বছরের জন্য ১০ কিস্তি এবং ২ বছরের জন্য ২২ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

৫. ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা কমিটি:

“জাতীয় সমন্বিত সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯” এ বর্ণিত “উপজেলা কমিটি” তে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে “সদস্য সচিব” উল্লেখ করা হয়েছে।

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম” এর বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে আন্তঃদপ্তর জটিলতা পরিহার করার লক্ষ্যে এই কার্যক্রমের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে “সদস্য সচিব” করে উপজেলা কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন অফিস সেটআপ না থাকায় কোন ইউনিয়ন কমিটি নেই। এক্ষেত্রে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শুধুমাত্র (ক) উপজেলা কমিটি এবং সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য (খ) জেলা মনিটরিং কমিটি গঠন ও কমিটি সমূহের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হলো:

(ক) উপজেলা কমিটি- (৬৪টি জেলার সদর উপজেলার জন্যও এই কমিটি প্রযোজ্য)।

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৩. উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৪. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পুলিশ স্টেশন)	সদস্য
৫. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৬. উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৭. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৮. মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য
৯. জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রতিনিধি- (যদি থাকে)	সদস্য
১০. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/প্রোগ্রাম অফিসার (সদর উপজেলার ক্ষেত্রে)	সদস্য সচিব

কার্যপরিধি:

১. প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পর্যালোচনা, যাচাই-বাহাই ও চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান।
২. ঋণ গ্রহণে উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের জটাবেইজ তৈরী করা।
৩. প্রত্যেকটি ট্রেন্ডের বিপরীতে অনুমোদিত ঋণের অর্থ বিতরণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
৪. গ্রহণকৃত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, তা পরিবীক্ষণ করা।
৫. তিন মাস অন্তর উপজেলা কমিটি কর্তৃক সভা করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬. “ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০২২” অনুযায়ী ঋণের কিস্তি আদায় নিশ্চিত করা।
৭. ঋণের কিস্তি আদায়ে সমস্যা দেখা দিলে অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮. জাতীয় বিশেষ দিবসসমূহে ঋণ গ্রহীতাদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শন ও মেলার আয়োজন করার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করা।
৯. ঋণ পরিশোধের মেয়াদ পূর্তির দুই মাস আগে ঋণ গ্রহীতাদের নোটিশ প্রেরণ/মোবাইলে নোটিকেশনের মাধ্যমে ঋণ খেলাপি প্রতিরোধ করা।
১০. ঋণ গ্রহীতা নির্বাচনে ও ঋণ আদায়ে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করবেন ও মনোযোগী হবেন।
১১. ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুজনিত কারণে অথবা বিশেষ পরিস্থিতির কারণে নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ অবলোপনের/ঋণ মওকুফের জন্য জেলা মনিটরিং কমিটিতে প্রস্তাব প্রেরণ।
১২. পর্যায়ক্রমে অনলাইনে ঋণ বিতরণ, আদায় ও জমাকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(খ) জেলা মনিটরিং কমিটি:

১. জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২. পুলিশ সুপার	সদস্য
৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	সদস্য
৪. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৫. জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৬. উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য
৭. উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৮. জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৯. জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা প্রতিনিধি	সদস্য
১০. জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত উপজেলা পরিষদের ২ জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য
১১. উপপরিচালক, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

উক্ত কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

কার্যপরিধি:

১. জেলার আওতাধীন সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা ও প্রতিটি উপজেলার উপকারভোগী কর্তৃক গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, তা পরিবীক্ষণ করা;
২. নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ মওকুফের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৬. ঋণগ্রহীতা বাছাইয়ের মানদণ্ড:

- ক) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, ডিজিডি উপকারভোগী, শারীরিক প্রতিবন্ধি ও বিদেশ ফেরৎ কর্মক্ষম নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;
- খ) বয়সসীমা ১৮ বছর থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে হতে হবে এবং ন্যূনতম অক্ষরজ্ঞান থাকতে হবে;
- গ) ঋণ প্রার্থীর ভিটে-বাড়ী থাকতে হবে অথবা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- ঘ) পরিবারের বার্ষিক আয় সর্বনিম্ন ১ লক্ষ টাকা হতে হবে।
- ঙ) ঋণ প্রার্থী একক/দলীয়ভাবে ঋণের আবেদন করবেন;
- চ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের ঋণ বিতরণে



পানিয়া হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

ছ) বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বাধিক দুইটি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

৭. ঋণ মঞ্জুরীর নিয়মাবলী:

- (ক) নির্ধারিত আবেদন পত্রের চাহিত তথ্য/প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রসহ উপপরিচালক/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/জাতীয় মহিলা সংস্থা জেলা/উপজেলা অফিস বরাবর ঋণের আবেদন দাখিল করবেন।
- (খ) কমিটি আবেদন পত্র যাচাই-বাছাই করে ১৫ দিনের মধ্যে নীতিমালার আলোকে ঋণ আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।
- (গ) তফসিলি ব্যাংকে ঋণগ্রহীতার নিজস্ব ব্যাংক ট্র্যাকাউন্ট থাকতে হবে।
- (ঘ) ৩০০ টাকার নন- জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ও ঋণ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
- (ঙ) আবেদন ফরমের সাথে ভোটার আইডি কার্ড সংযোজনসহ স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান/পৌরসভা মেয়র/সিটি কর্পোরেশন মেয়র কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে প্রত্যয়ন প্রদান করতে হবে।
- (চ) দলীয়ভাবে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উপজেলা/জেলা কমিটি কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সুপারিশ পত্র সংযোজন করতে হবে।

৮. ঋণ বিতরণের নিয়মাবলী:

- (ক) চেকের মাধ্যমে ঋণের টাকা বিতরণ হবে।
- (খ) সংশ্লিষ্ট অফিস ঋণ বিতরণের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করে পত্র দ্বারা ঋণ গ্রহীতা ও সংশ্লিষ্ট কমিটির সকলকে ঋণ বিতরণের বিষয় অবগত করবেন।
- (গ) পূর্ব থেকেই ঋণ বিতরণ রেজিস্টার ও অন্যান্য বিষয় লিপিবদ্ধকরণ কাজ সম্পন্ন করে রাখতে হবে।
- (ঘ) রেকর্ড-পত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- (ঙ) ঋণ গ্রহীতাকে স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে প্রেরণ, জন্ম নিবন্ধন, সামাজিক বনায়ন, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক নিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখার পরামর্শ দিতে হবে।

৯. ঋণ আদায় ও কর্মপদ্ধতি:

- ক) ৫% সার্ভিস চার্জসহ ঋণের অর্থ আদায়যোগ্য। ৫% এর মধ্যে ২.৫% মূল তহবিলে যোগ হবে এবং ২.৫% ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় রশিদ বই ছাপানো, সভা অনুষ্ঠানে সদস্যদের সম্মানীসহ আনুষাংগিক খাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
- খ) ঋণের অর্থ সর্বোচ্চ ১/২ বৎসরের জন্য ১০/২২ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। গ্রেস পিরিয়ড ২ মাস।
- গ) ঋণ গ্রহীতা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে ঋণের কিস্তির অর্থ নিয়মিত জমা প্রদান করবে এবং প্রতিটি জেলার উপপরিচালকের কার্যালয় এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের ক্রেডিট সুপারভাইজার/অফিস সহকারী কর্তৃক ব্যাংক রশিদ আদায় করতে হবে। কোন প্রকার নগদ অর্থ কিস্তি আদায় করা যাবে না।
- ঘ) প্রতিটি জেলার উপপরিচালকের কার্যালয় এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের ক্রেডিট সুপারভাইজার/অফিস সহকারী ঋণ গ্রহীতাকে ঋণের কিস্তির অর্থ নিয়মিত নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা করার বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।
- ঙ) ঋণ প্রদানের এক মাসের মধ্যে ঋণের অর্থ যথাযথ খাতে ব্যবহার হয়েছে কিনা, তা কমিটি কর্তৃক সরজমিনে পরিদর্শন করতে হবে।

- চ) কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ শেষ হবার ৩ মাস আগে ঋণ এর অর্থ পরিশোধে ঋণ গ্রহিতাদের নোটিশ প্রেরণ ও মোবাইল ফোনে নোটিফিকেশন প্রেরণ করতে হবে;
- ছ) “আন্তর্জাতিক নারী দিবস” সহ প্রতিটি জাতীয় দিবসে সফল নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী ও সম্মাননা প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।
- জ) ৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর জেলা মনিটরিং/উপজেলা কমিটি কর্তৃক ঋণ গ্রহিতার প্রকল্প মনিটরিং/হালনাগাদ পরিদর্শন রিপোর্ট মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/জাতীয় মহিলা সংস্থার সদর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।।
- ঝ) খেলাপী ঋণ আদায়ে সার্টিফিকেট মামলা করা যাবে। সরকারী মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক খরচ জেলা/উপজেলা প্রশাসন/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কমিটি বহন করবে।
- ঞ) অধিদপ্তর/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাপানো রশিদের মাধ্যমে আদায়কৃত টাকা অবিলম্বে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা রাখবে এবং উপজেলা কমিটি এ অর্থ ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে নিয়মানুযায়ী যথাশীঘ্র সম্ভব পুনঃবিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০। বিশেষ বিধান:

- ক) ঋণ গ্রহীতা সর্বাধিক ২ (দুই) টি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।
- খ) সাধারণ ভাবে ক্ষুদ্রঋণ বা এর কোন অংশ অবলোপন বা মওকুফ হবে না। তবে জাতীয় ভাবে ঘোষিত দুর্ঘটনের কারণে প্রয়োজনে ঋণ পুনঃতফসিল করা যাবে। মৃত্যুজনিত অথবা শারীরিকভাবে অক্ষম অথবা দুর্ঘটনা-জনিত কারণে ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য না থাকা সাপেক্ষে সার্ভিস চার্জ ও মূলধন সংশ্লিষ্ট কমিটি যথাযথ প্রক্রিয়ায় মওকুফ করার প্রস্তাব পেশ করতে পারবে। কমিটির প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি বিবেচনাপূর্বক নিষ্পত্তি করবে।

১১. পরিদর্শন ও মনিটরিং:

- ক) ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায়ে মাঠ পর্যায়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্মকর্তাগণ এবং সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনসহ অব্যাহতভাবে মনিটরিং/ই-মনিটরিং কার্যক্রম বলবৎ রাখতে হবে। মনিটরিং-এর প্রধান লক্ষ্য হবে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণে পরামর্শদান এবং সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন করা।

১২. রেজিস্টার ও হিসাব সংরক্ষণ ও ডাটাবেজ প্রণয়ন:

- ক) ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে একাউন্টস সমূহের লেনদেন ও হিসাব সংরক্ষণের জন্য ক্যাশবহি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রেজিস্টার সংরক্ষণ ও ডাটাবেজ প্রণয়ন করতে হবে।

১৩. নিরীক্ষণ :

- ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের যে কোন পর্যায়ে ও বৎসরান্তে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ছাড়াও সরকারি সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।